গকসু নির্বাচনে ভোটগ্রহণ চলছে

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি

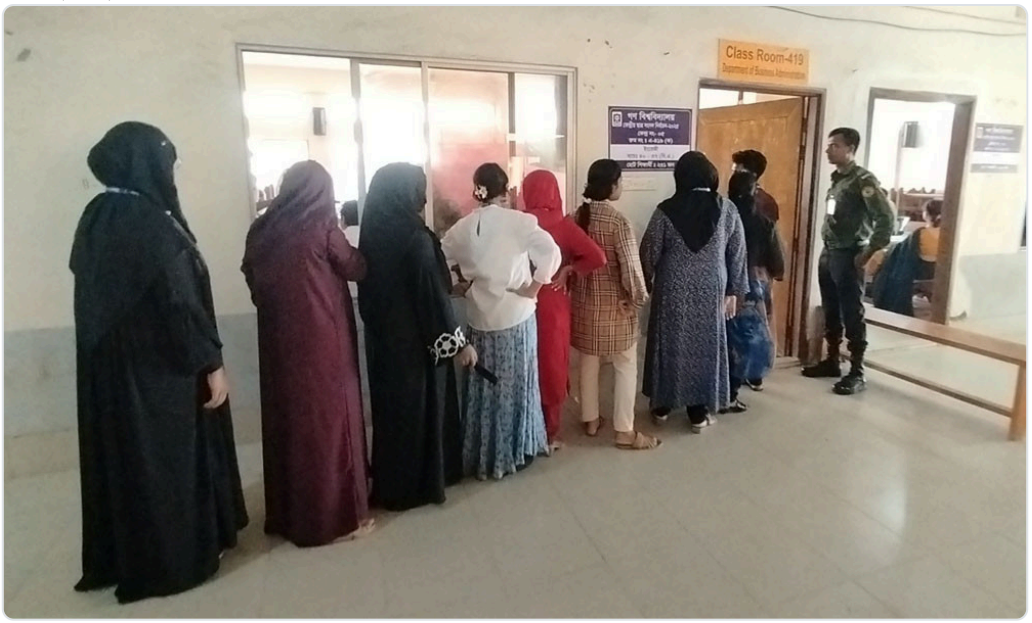

গকসু নির্বাচনে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়। একাডেমিক ভবনের চতুর্থ তলায় ৫ নম্বর কেন্দ্রে ভোটারদের সারি। সকাল ১০টায় তোলা। কালের কণ্ঠ

সাত বছর পর ঢাকার সাভারে অবস্থিত গণ বিশ্ববিদ্যালয় (গবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (গকসু) নির্বাচনে ভোটগ্রহণ চলছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টায় শুরু হয় ভোটগ্রহণ। বিরতিহীনভাবে চলবে বিকেল ৩টা পর্যন্ত।

চতুর্থবারের মতো অনুষ্ঠিত গকসু নির্বাচনে সহ-সভাপতি পদে ৯ জন, সাধারণ সম্পাদক পদে চারজনসহ মোট ২১টি পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৬৩ জন প্রার্থী।

ভোটার রয়েছেন চার হাজার ৭৬১ জন। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ১৯টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ চলছে। প্রত্যেক কেন্দ্রে তিনটি করে আলাদা বুথে শিক্ষার্থীরা ব্যালট পেপারে ভোট দিচ্ছেন।

সরেজমিন নির্বাচনের কেন্দ্রগুলো ঘুরে দেখা গেছে, প্রায় প্রত্যেক কেন্দ্রের সামনে ভোটারদের পর্যাপ্ত উপস্থিতি রয়েছে।

তারা উৎসবমুখর পরিবেশে সারিতে দাঁড়িয়ে নিয়ম মেনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন।

এর আগে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকে আইডি কার্ড দেখে ভেতরে প্রবেশ করানো হয়। পরে তাদের ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের আগে আবারও চেক করা হয়, যাতে কোনো শিক্ষার্থী মোবাইল ফোন, মানিব্যাগ, কলম, টিস্যু বা অন্য কিছু নিয়ে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে না পারেন।

গণ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে ক্যাম্পাসজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে।

বিভিন্ন প্রার্থীর সমর্থকদের শিক্ষার্থীদের কাছে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে ভোট প্রার্থনা করতে দেখা গেছে।

ভোট প্রদান শেষে ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী সামিয়া বলেন, ‘জীবনে প্রথম ভোট দিচ্ছি, খুব ভালো লাগছে। সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকেই আমরা নির্বাচিত করব, যাদের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষার্থীদের উন্নয়ন হবে।’

ভিপি প্রার্থী আইন বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী শেখ খোদারনুর ইসলাম রনি বলেন, ‘নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কোনো সমস্যা নেই।

জয়ের বিষয়ে শতভাগ আশাবাদী। নির্বাচিত হতে পারলে শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ করব।’

জিএস প্রার্থী মো. অন্তু দেওয়ান বলেন, ‘উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট হচ্ছে। আমি জয়ের বিষয়ে শতভাগ আশাবাদী এবং বিজয়ী হতে পারলে প্রতি মাসে সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি করে সাধারণ সভা করব, যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের চাহিদা এবং অভিযোগ জানাতে পারবেন। সবার অধিকার আদায়ে কাজ করতে চাই।’

নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করছেন আইন বিভাগের প্রধান মো. রফিকুল আলম। তিনি বলেন, নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর চার শতাধিক সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন। সকাল থেকেই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ চলছে। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবুল হোসেন বলেন, কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে নির্বাচনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ ৯ সদস্যের কমিটি নির্বাচন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছেন। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পাশাপাশি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা মাঠে রয়েছেন। নির্বাচনে ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর দ্রুত ফলাফল প্রকাশ করা হবে বলে জানান তিনি।